অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা। কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।

আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

ছোট গল্প

সাইকেল

দেবাশিস রায়

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই আমার বসার জায়গা। যাঁরা ব্যাঙ্কের ভেতরে আসনে, একবার করে আমাকে মেপে যান। আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছি ব্যাপারটায়। তাই লোকটি যখন হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে এসে আমার সামনে থমকে দাঁড়ালেন, আমি অবাক হইনি। মফস্বল শহরের ব্যাঙ্ক। লোকজন আন্তরিক। স্টাফ ও কাস্টমারের সাধারণ সম্পর্কের বাইরেও অনেকের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। অনেকে তাঁদের নানা সমস্যার সমাধান খুঁজতে আসেন। আমি ভাবলাম, তেমনই কেউ এসেছেন।

নাহ্। এনাকে চিনি না। আগে দেখেছি বলেও তো মনে পড়ছে না। চোখেমুখে একটা উদ্ভ্রান্ত ভাব। কিছু একটা বলতে চাইছেন। উদগ্রীব লাগছে ভীষণ। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম ওনার দিকে।

-- দাদা, আমার সাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে। বলে যাচ্ছেন উনি পর পর। একদম নতুন সাইকেল দাদা। একদম নতুন। জাস্ট বাইরে রেখে পাসবুকটা আপডেট করতে ঢুকেছিলাম। বেরিয়ে দেখি সাইকেল নেই। কাকে বলবো দাদা? ম্যানেজার কে? ভদ্রলোক বলে চলেছেন। মনে মনে ভাবছি, সত্যিই ভীষণ উপদ্রব বেড়েছে সাইকেল, মোটর সাইকেল চোরের। ব্যাঙ্কের এই সামনের জায়গাটা এদের খুব পছন্দের। অনেকটা সময় পায়। নিশ্চিন্তে অপারেট করতে পারে। গত একমাসে বোধহয় গোটা দশেক ঘটনা ঘটলো। ভিড় হয় বলে আমাদের ব্যাঙ্কটার সুনাম-দুর্নাম দুইই আছে। হয়তো চোরেরাও মার্কেট সার্ভে করে, পছন্দের জায়গা বেছে নেওয়ার জন্য। মার্কেট এনালাইসিস ছাড়া সাফল্য পাওয়া মুশকিল। গত একমাসে এটা বার বার টের পেয়েছি।

ভদ্রলোক উৎকণ্ঠা ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারছি অসহায় অবস্থায় কোনও আশ্বাসবাণী শুনতে চাইছেন আমার কাছ থেকে। কোনও প্রতিকার, উপায়, নির্দেশ, নিদেনপক্ষে একটু সহানুভূতি। বুঝি, বিপদে পড়লে মানুষ ভীষণ একলা হয়ে পড়ে। একটা মানসিক আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় সে তখন। সে আশ্রয়ে এই সাময়িক একাকীত্ব ঘুচবে তার। ভদ্রলোকটি তাই খুঁজছেন এখন আমার মধ্যে।

— কি হলো? কিছু বলুন। এবার একরাশ বিরক্তি ভদ্রলোকের গলায়।

— কি বলবো?

— আশ্চর্য। কি বললাম এতক্ষণ আপনাকে? আমার সাইকেলটা চুরি গেছে। একদম নতুন সাইকেল। ব্যাঙ্কের সামনে থেকে চুরি হলো। আপনাদের কোনও দায়িত্ব নেই? কার কাছে করবো কমপ্লেন? কি হ্যারাসমেন্ট যে ব্যাঙ্কে এসে....।

— আমি যদি বলি আপনি হ্যারাস করছেন আমাদের ...।

— মানে?

— মানেটা খুব সহজ। আপনার সাইকেল চুরি হয়েছে। তার আমরা কি করবো?

— আপনারা কি করবেন মানে? আপনাদের এখান থেকেই তো চুরি হয়েছে, আপনাদের কোনও দায়িত্ব নেই?

— না, নেই।

— কেন? নেই কেন? কে বলেছে নেই?

— আমি বলছি। আপনার কী চুরি হল সেটা দেখা ব্যাঙ্কের কাজ না। আপনার একাউন্টে কিছু হয়েছে? পাসবুকে ভুল আছে কিছু?

— না, সেসব কিছু হয়নি। কিন্তু সাইকেলটা যে চুরি হল আপনারা কিছু করবেন না?

— কি করবো, বলুন? ওসব দেখা থানার কাজ। আমাদের না।

— তাহলে? থানায় যাবো? কিন্তু কী লাভ হবে? ততক্ষণে চোর কি আর এখানে থাকবে?

— চোর কিন্তু এখন এখানেও নেই। ফালতু সময় নষ্ট করছেন আপনি।

মনে মনে ভাবছি। সত্যি থানায় গিয়ে লাভ নেই। কয়েকদিন আগেই একজন বয়স্ক পেনসনার ধরে ফেলেছিলেন এই সাইকেল চোরকে। কাগজ কুড়নো বাচ্চার মতো বেশভূষো। বয়স খুব বেশি হলে তেরো -চোদ্দ। সাইকেলের তালা ভাঙছিল। পুরানো কাগজ ভর্তি একটা বস্তা সাইকেলের ওপর ঠেস দিয়ে রেখে তার আড়ালে বসে কাজ সারছিল। ভদ্রলোক হাতেনাতে ধরে ব্যাঙ্কে নিয়ে আসেন। আমরা পুলিশ ডেকেছিলাম। চরথাপ্পর মারতে দিইনি কাউকে। বাচ্চা ছেলে। পেটের তাড়নায় কুকর্ম করেছে। কিন্তু পুলিশ এসে কোনও রেয়াত করেনি। এসেই দু-থাপ্পড়। ব্যাঙ্কের সবার সামনেই ছেলেটি গড়গড় করে সব বলে দিলো। ওরা পাঁচ-ছ'জনের দল এসেছে বাইরে থেকে। এখানে হোটেল ভাড়া করে আছে। বাচ্চা ছেলে দুজন। কাগজ কুড়ানোর আড়ালে তারা তালা ভাঙে। ভেঙে দিয়ে তারা সরে পড়ে। বড়রা একটু অপেক্ষা করে সেগুলো নিয়ে যায়। গ্যারেজ ঠিক করা আছে। সেখানে রাখা হয়। বেশ কয়েকটা জড়ো হলে মিনি ট্রাকে চাপিয়ে ঝাড়খণ্ড নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে ঝাড়খণ্ড খুব একটা দূর নয়। সুবিধা অনেক। এখানে কাজ ভালো হচ্ছে বলে বেশ কিছুদিন ওরা রয়ে গেছে। নাহলে এক জায়গায় দিন দশেকের বেশি ওরা থাকে না। কলার ধরে পুলিশ টানতে টানতে নিয়ে গেলো ওকে। কিন্তু শুনলাম, সন্ধ্যা বেলাতেই ছাড়া পেয়ে গেছে। জুভেনাইল কেস। উকিল জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। পুলিশও এসব ঝামেলায় বেশি জড়াতে চায় না। তবে ওরা হোটেলে হানা দিয়েছিলো। পায়নি কাউকে। যারা ব্যাঙ্ক ডাকাত তারা খোঁজে, কোন সময়টা ব্যাঙ্ক তুলনামূলক ফাঁকা থেকে। এরা খোঁজ তার উল্টোটা। যত ভিড় তত সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ি। কাজ শেষ করে তত দেরি বের হতে। তার মানে অঢেল সময়। ধীরে সুস্থে দেখে শুনে চুরি করো।

পেছনে নিয়োগীদা এসে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। সব ব্যাপারটা দেখে নতুন উৎসাহে শুরু করলেন, আমি ছাড়বো না। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

— যথারীতি খুব নিরীহ মুখে নিয়োগী দা শুরু করলেন, কি হয়েছে?

আমি দেখতে পেলাম ভদ্রলোক আবার উদ্যত হয়েছেন তাঁর যন্ত্রণার ব্যথা দিতে। আমি হাত তুলে থামালাম, কিছু না নিয়োগীদা। আমি দেখছি প্রবেলমটা। তুমি এই চেকগুলো অফিকারী দাকে দিয়ে এসো। একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দ্যান যেন। নিয়োগী দা চেকগুলো নিয়ে আধিকারীদের টেবিলে চলে গেলেন। আমি ভদ্রলোকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে কেটে কেটে বললাম, নিজের ভালো যদি চান, বাড়ি চলে যান। এখানে কমপ্লেন করবার কোন মানে হয় না। ব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে ম্যানেজারবাবু আপনার সাইকেল চোর খুঁজতে বেরবেন না। পুলিশে গিয়েও লাভ নেই। আসলে সাইকেল চুরি দশ বিশটা রোজ হচ্ছে শহরে। আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। এবার হয়রানি বাড়বে।

— মানে? ভদ্রলোক বেশ রেগে গেছেন বোঝা যাচ্ছে।

— মানেটা খুব সহজ। বাড়ি যান। সোজা বাড়ি। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। পকেটে পয়সা থাকলে একটা নতুন সাইকেল কিনে বাড়ি ফিরুন। নইলে হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে।

— ইয়ার্কি মারছেন নাকি?

— ইয়ার্কি? এটা ইয়ার্কি মনে হচ্ছে আপনার?

— তা নয়তো কি? আমার সাইকেলটা গেল, মজা পাচ্ছেন মনে হচ্ছে আপনি।

— বেশ। তবে আমার আর কিছু বলার নেই।

— এতক্ষণ বললেন। আবার বলছেন, বলার নেই। ফাজলামি?

— ফাজলামি নয় দাদা। সাইকেল ছাড়া বাড়ি ফিরলে বউ ছেড়ে দেবে ভেবেছেন? এমনিতেই তো সব বউ মনে করে তার স্বামীর চেয়ে অপদার্থ আর ক্যাবলা পুরুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। সাইকেল চুরি গিয়েছে শুনলে উঠতে বসতে শোনাবে। লাইভ লং।

— অ অ অ— ভদ্রলোক যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, বুঝতে পারছি, ব্যাঙ্ক বলে ছেড়ে রেখেছেন, বাইরে হলে এতক্ষণে আমার কলার ধরে নিতেন। আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে চোখ দিয়ে।

— কি হয়েছে আপনার? নিয়োগী আবার ফিরে এসেছে। জানতাম আসবে। তাই লোকটাকে বাড়ি যেতে বলেছিলাম। গেলো না। বুঝবে এবার। পেছনে না তাকিয়েই বুঝতে পারছি নিয়োগীদা আপাদমস্তক মাপছেন লোকটিকে। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

— দাদা, ব্যাঙ্কের সামনে থেকে এই মাত্র আমার সাইকেলটা চুরি হল। ভদ্রলোকটি দেখছি মুখিয়ে আছেন নিজের দুর্দশার কথা বলবার জন্য। আর কিছু বলবো না ঠিক করলাম। এবার নিজের ম্যাও নিজে সামলাও। মনে মনে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আর কিছু করবার নেই। কেসটা মনে হচ্ছে নিয়োগীদা টেকওভার করে নিয়েছে।

ছমম, যা ভেবেছি তাই। নিয়োগীদা নিশ্চয়ই ভদ্রলোকটিকে পাশে সরে আসবার ইশারা করেছে। না হলে উনি পাশে সরে যাবেন কেন? বুঝতে পারলাম, এখানে আমি আছি তাই কথা বলতে অসুবিধা হবে। বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে একটু আড়ালে গিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায়, নিয়োগীদাও তেমনি ভদ্রলোকটিকে একটু পাশে আড়ালে নিয়ে গেলেন। এবার শুরু হবে মনের সুখে তত্ত্ব তলাশ।

ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, ভদ্রলোকটি নিয়োগীদাকে সেভাবেই ধরেছেন। নিয়োগীদা বেশ সহানুভূতি নিয়ে মনযোগী। টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে কানে।

— কী সাইকেল? মানে জেনটস না লেডিস?

— লক ছিল? কটা?

— সামনে পেছনে দুটোই?

— ওহহ তাহলে তো বডি লক, চেন লক দুটোই ছিল।

— গেটের কাছ থারে রেখেছিলেন?

— আরে, ওধারটায় রাখতে গেলেন কেন?

— তাও ঠিক।

— আপনি আগে থেকে বুঝবেন কি করে সাইকেলটা যে চুরি হবে?

— কালো রং?

— হুমমমম।

— কোন কোম্পানি?

— আচ্ছা, উপাধ্যায় থেকে কিনেছিলেন? হাজার পাঁচেক নিশ্চয়ই?

কমলদা কোন কাজে এদিকে আসছিলো। নিয়োগীদা মাঝা রাস্তায় পাকড়াও করল, এই দাদার সাইকেল চুরি গেল। এক্ষুনি। কমলদা প্রথমটায় অত আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু নিয়োগীদা ছাড়বার পাত্র নন, একদম নতুন সাইকেল গো। তিনদিন আগে কেনা।

তিনদিন আগে কেনা সাইকেল হারিয়েছে! তার মানে মনে মনে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কমলদার আগ্রহ তৈরি হল। গুটি গুটি এগিয়ে এলো। আমাদের সবার ভেতরেই বোধহয় এই স্যাডিস্ট মনোভাবটা লুকিয়ে রয়েছে। কে কতটা বিপদে পড়লো, তার সাথে হয়তো অজান্তেই নিজের অবস্থানটা তুলনা করি। সামনের লোক যত বেশি বিপদে পড়বে তত বেশি নিজের নিরাপদ অবস্থানটা তুলনা করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করব। মানুষ কাদায় আছাড় খেলে তাই হয়তো হাসি আমরা সবাই।

নিয়োগীদা কমলদাকে নিয়ে ভদ্রলোকটির সাথে ব্রাঞ্চের বাইরে গেল। এবার সরজমিন সুরতহাল হবে। ময়নাতদন্ত। আরও বেশি লোককে ডেকে ডেকে নিয়োগীদা বলবে। ব্রেকিং নিউজ। গুলতানি চলবে। সাইকেল থেকে দেশের আভ্যন্তরীন সুরক্ষা অবধি। কাজ না থাকা কিছু মানুষ কিছুক্ষণ কাজ পাবে। কিছু গুরুহীন মানুষ নিজের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করবে। মাতব্বরি করবার সুযোগ কেউ ছাড়ে? অফুরন্ত জ্ঞানী কিছু মানুষের জ্ঞানের ঝুলি উজাড় হয়ে আকাশ বাতাস মথিত হবে। কেউ কেউ আবার নটক সিনেমা দেখবার চোখে দূর থেকে সব দেখবে। কেউ হয়তো তাকিয়ে থাকবে রাস্তার দিকে। কান থাকবে এদিকে। শেষে চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখবার মতো ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে থাকবে। পরে কখনো রাস্তায় লোকটিকে দেখিয়ে কেউ আবার সঙ্গীকে বলবে, জানিস সেদিন এই লোকটার সাইকেল গেছে। ব্যাঙ্কের সামনে থেকে। বেশি সাবধানী। দুটো লক লাগিয়েছিল।

ভদ্রলোকটিকে কিছুতেই মাথা থেকে সরাতে পারছি না। ভাবছি, কতটা বোকা হলে মানুষ এভাবে নিজেকে অন্যের হাত তুলে দেয়। করুণার পাত্র হয়। বারবার অনামনস্ক হয়ে পড়ছি। আমাদের চাকরিতে এই অনামনস্ক হয়ে পড়াটা ভীষণ সমস্যার। একটা শূন্যের চাকরি। একটা কমবেশি হলে বা এধার ওধার হলেই বোঝা যায় শূন্যের মাহাত্ম্য। কাউকে কাউকে জীবনভর বয়ে বেড়াতে হয়েছে এই শূন্যের বোঝা। কে যেন বলেছিল, বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কাউকে জিগ্যেস করে দেখো এক মিনিট কতক্ষণ। ঠিক তেমনই একটা শূন্য কারও কারও কাছে অনেকটাই। উঠে পড়লাম। বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে আসি। মনটা একটু শান্ত করে নিই। এভাবে কাজ করা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে দেখি ভদ্রলোকটিকে ঘিরে একটা ছোটখাটো জটলা তৈরি হয়ে গেছে। নিয়োগীদাকে দেখছি হাত পা ছুঁড়ে উত্তেজিতভাবে উপস্থিত জনতাকে কিছু বোঝাচ্ছে। এই ব্রাঞ্চে নিয়োগীদা অনেকদিন আছে। বাড়িও খুব বেশি দূরে না। এলাকার পরিচিত মুখ। পথ চলতি মানুষজনও দেখলাম ভিড়টার দিকে বেশ কৌতূহল ভরা চোখে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ বাইক থামিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জটলার দিকে তাকিয়ে আছে। মানে মাদারির খেলটা বেশ ভালই জমে উঠেছে। মনটা বিষন্ন হয়ে গেলো। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ভেতরে এসে কাজে মন দিলাম।

কতক্ষণ এভাবে কাজ করলাম, খেয়াল করিনি। ঘাড় গুঁজে একমনে কাজ করাটা আমার স্বভাব। যতক্ষণ কাজ করি, একমনে করি। তবে একটানা নয়। কিছুক্ষণ কাজ, আবার একটু হই চই, একটু পেছনে লাগা কারও। তারপর আবার কাজে মন দিই। ঘাড়টা টনটন করছে। মানে এবার একটু রিলাক্স চাই। মাথাটা তুলতেই ভদ্রলোকটির মুখের ওপর চোখ পড়ল।

দেওয়ালের ওপর একটা পা ভাঁজ করা। কোমরটাও দেওয়ালে হেলান দেওয়া। হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখা। চোখ দুটিতে কেমন যেন একটা শূন্য দৃষ্টি। সেই তেজ, সেই আগুন আর নেই চোখের ভাষায়। নিস্তেজ দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। ডাকলাম। একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

— পেলেন সাইকেল?

— নাহহহ.... সেজারে মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

— এবার বুঝলেন? কেন বলেছিলাম বাড়ি চলে যেতে?

কিছু বললেন না ভদ্রলোক। চুপ করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

— যান। এবার বাড়ি যান। সাইকেল পেলেন না। দু-ঘন্টা ধরে একই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন একশোজনকে। শুধু শুধু সময় নষ্ট করলেন। এনার্জি নষ্ট। আমার কথা শুনলে এতক্ষণে বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগাতে পারতেন।

ঘেমে গেছেন। জামা কাপড় দেখে খুব একটা আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না। অনেক কষ্টে তিল তিল করে পয়সা জমিয়ে হয়তো সাইকেলটা কিনেছিলেন। তিনদিনও পেরলো না। চুরি গেল। ঢিল খাওয়া সারমেয়র মতো নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ, করুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কষ্টে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কাউন্টারের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওনার হাতটা ছুঁলাম।

— যান, এবার বাড়ি যান।

আর কোনও কথা বললেন না। আমার চোখের ওপর একটা গভীর দৃষ্টি রেখে এক-দু পা করে আস্তে আস্তে ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। চোখের কোনায় জলের রেখা।

কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাওয়া অবধি তাকিয়ে ছিলাম ওনার দিকে। তারপর আমি আবার আমার কাজে মন দিলাম।

ভুলে যাওয়া, মনে রাখা

অভিজিৎ রায়

কবিতা

এক.

বৃষ্টি এলো। চলে গেল। যাবার কথা যে ছিল না এমন নয়। রোদ উঠল। আর আমি ভুলে গেলাম বৃষ্টির কথা। এমন তো কতদিনই হয়। আমার মতো অন্যেরাও ভুলে যায়। ভুলে যাওয়াটাও সুস্থতার লক্ষণ। এভাবে ভুলতে ভুলতে একদিন আলো ভুলে যাই, আর একদিন অন্ধকার। এভাবে এক মুহূর্তে শোক ভুলে যাই, অন্য মুহূর্তে আনন্দ। কী পেয়েছি আর কী পাইনি এর মধ্যে থেকে ভুলে যাই বাঁচা আর বাঁচার মধ্যেকার পার্থক্য।

ভুলে যেতে যেতে ভুলে যাই, কিছু কিছু জিনিস মনে রাখা দরকার। বৃষ্টিকে মনে রাখা দরকার। এক আধদিন ভিজে যাবার গল্প মনে রাখা দরকার। মনে রাখা দরকার ট্রেন মিস করার কারণ আর গন্তব্যে না পৌঁছাতে পারার ভুলগুলি।

মনে রাখা আর ভুলে যাওয়া দুটোই সুস্থতার লক্ষণ। কখনো ভুলে যাওয়া আমাদের বাঁচিয়ে রাখে আবার কখনোও মনে রাখা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় জীবনের ঘরে। যার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখি, ঘরের ভিতরে প্লাবন আর রাস্তাও প্লাবিত।

দুই.

ভুলতে ভুলতে একদিন আমি ভুলে যাব সব। এই ঘর ভুলে যাব। এই বাড়ি, ছাদ, মেঝে। দেওয়ালের রং ভুলে যাব, জানলার পর্দা। তোমাকে ভুলে যাব আর নিজেকেও। এসব বললেই তুমি চিৎকার করে বলে ওঠো, 'আমিও ভুলে যাব সব। রান্নায় নুন ভুলে যাব, রুমাল ভুলে যাব, মোজা ভুলে যাব, ছেলের স্কুল ভুলে যাব, তোমার অফিস ভুলে যাব, প্রেসারের ওষুধ ভুলে যাব, মাথার যন্ত্রণা ভুলে যাব।'

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। ফিরে এসে দেখি

দু'জনের কেউই কিছু ভুলে যেতে পারিনি। শুধু মনে রেখে রেখে আরও কিছু শোক বাড়িয়ে তুলেছি বাড়িতে।

তুমি যত্নে তাকে গুছিয়ে রাখো আলমারিতে। আমি যত্নে তাকে লিখে রাখি কবিতায়।

তিন.

একদিন তুমি আসবে বলে আসোনি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। একদিন আমি যাব বলে গিয়েছিলাম কিন্তু তোমার দরজা বন্ধ ছিল। তুমি বাড়িতে ছিলে না। তুমি মনে রাখোনি। আমার যাবার কথা ছিল, মনে রাখোনি। আমি গিয়ে ফিরে এসেছিলাম মনে রাখোনি। তোমার মনে না রাখা আর আমার ভুলে যাওয়া কি অপ্রেমের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকবে?

প্রেম আর অপ্রেম আসলে একই মুদ্রার দুই দিক। একটা ঘরের ছাদ কি সহজেই অন্য আর এক ঘরের মেঝে হতে পারে যদি বাড়িটা দোতলা হয়। আমি অবাক হই। আমি মনে রাখি। তুমি এসব ভাবো না। আমি বললেও মনে রাখো না।

যাওয়া আর আসার দরজার ফাঁকে আটকে থেকে তোমার দম বন্ধ হয়ে যায়।

আমি ছাদের তলায় নিশ্চিন্তে থাকি।

আমি ছাদের উপরে মুক্ত, স্বাধীন শ্বাস নিই খোলা আকাশের নিচে।

আমি ভুলে যাই না। তুমি মনে রাখো না।

ভুলে যাওয়া আর মনে রাখার মধ্যে একটা সংসার কি সুন্দর জীবন নিয়ে খেলছে এই দেখতে দেখতে চাঁদটা নেমে এলো আমাদের বাড়ির ছাদে।

চার.

ভুলে যাবার মধ্যে কোনও পাপ ছিল না। উদাসীনতা কোনও পাপ নয়। যদিও উদাসীনতা শব্দে আমার ভয়ানক আপত্তি আছে। আমি উদাসীন নই। ছিলাম না কখনও। মাঝে মাঝে এমন হয়। হয়তো তোমারও হয়।

আমি তোমার চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে ফেলা ক্যাজুয়াল লিভের হিসাব।

এক সময় জিভে আর লিভে হাসতে হাসতে পর পর দু-লাইন বসে চোখ মারে আর মনে রাখার মধ্যেকার যন্ত্রণার হিসাব নিতে

তুমি দু-চার ফোঁটা চোখের জল দিয়ে বালিশ ভেজাও।

আমি মনে রাখি না কিছুই অথচ

তোমার বিছানা বালিশ সব কিছু মনে রাখে।

মনে রাখার অবসান মনে রাখে

ভুলে যাওয়া সমস্ত পাপের হিসাব।

আমি তোমাকে মনে রাখি আর

তুমি আমাকে ভুলতে পারো না।

পাঁচ.

মনে রাখতে রাখতে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। কত কত ফোন নাম্বার এখনো ভুলতে পারিনি আমি।

কত কত অপমান এখনও ভুলতে পারোনি তুমি।

মনে রাখতে রাখতে কোনও কিছু ভোলা সম্ভব নয়।

শুধু ভয় থেকে মনে রাখি দিন, ক্ষণ আর কিছু সোহাগ সিম্বল। ভালোবাসা থেকে মনে রাখি

আশ্রয়ের উত্তেজনা আর যন্ত্রণার শেষ সম্বল।

নিজের ভিতরে জল অথচ তৃষ্ণায় ছুটে বেড়াতে বেড়াতে ঠিকানা ভুলে যাই।

মননে আলো জ্বেলে হেঁটে বেড়াই অন্ধকার পথে

আর তুমি ভুলে যেতে না পেরে নিজেকে লুকাও অন্ধকার ঘরে।

মনে রাখতে রাখতে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ আমি ভুলে গেছি তোমার ঠিকানা আর তুমি ভুলে গেছ আমার সাকিন।

ছয়.

এই মুহূর্তে একটা দিন ভুলে গেল অন্ধকারময় এক রাতকে।

এই মুহূর্তে একটা রাত ভুলে গেল ঘটনাবহুল এক দিনকে।

ভুলে গেল মানে এই নয় যে

সারাজীবনের মতো তারা একে অপরকে ভুলে গেল।

অবসাদে ডুবে থাকা সোনালি বিকেলে

রাত মনে করে দিনের যন্ত্রণা

দিন মনে করে রাতের উপেক্ষা

শুধু এরপর রাস্তা জুড়ে বয়ে যায় দুঃখের নদী

এরপর পাহাড় জুড়ে ঝরণা নেমে আসে লাফিয়ে

তারপরে ঘুম আসে না

সে শুধু স্বপ্ন মনে রেখে জেগে থাকে বিছানায়

আর, স্বপ্নেরা ঘুমকে মনে করে

হেঁটে যায় অনন্ত দুপুর।